দৈনিক সংবাদ

13
তারিখ 2 JUL 1990
পৃষ্ঠা 4 কলাম 7

সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা

সৈয়দ জাফর

প্রাথমিক শিক্ষা বর্তমানে সকল দেশের সকল নাগরিকের মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃত। এ সম্পর্কে জাতিসংঘসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং সকল দেশের সরকার ও জনসাধারণের মত অভিন্ন। জাতিসংঘ সনদেও শিক্ষা প্রতিটি মানুষের ন্যূনতম মানবিক অধিকার হিসেবে অনুমোদিত। শিক্ষার লক্ষ্য হলো প্রতিটি শিশুকে প্রকৃত মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা।

বাংলাদেশের সংবিধানে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষাকে মৌলিক নাগরিক অধিকার হিসেবে ঘোষণা করে ১৭ ধারায় বলা হয়েছেঃ

"রাষ্ট্র একই পদ্ধতির গণমুখী ও সর্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য এবং আইনের দ্বারা নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত সকল বালক-বালিকাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা দানের জন্য--

(ক) সমাজের প্রয়োজনের সহিত শিক্ষাকে সঙ্গতিপূর্ণ করিবার জন্য এবং সেই প্রয়োজন সিদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে যথাযথ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সদিচ্ছা প্রণোদিত নাগরিক সৃষ্টির জন্য,

(খ) আইনের দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরক্ষরতা দূর করিবার জন্য, কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।"

বর্তমানে বাংলাদেশের জনসংখ্যা প্রায় ১০ কোটি ৭৯ লাখ। এ বিপুল জনসংখ্যার মধ্যে সাক্ষর লোকের হার কোনভাবেই ২৪ শতাংশের বেশী হবে না। সরকারী হিসেব অনুযায়ী ৫ থেকে ১০ বছর বয়সী শিশু সংখ্যা ১ কোটি ১৮ লাখ। ৬ থেকে ১০ বছর বয়সী শিশুর সংখ্যা ১ কোটি ৫৫ লাখ। এ শিশুদের মধ্যে ১ কোটি ১২ লাখ শিশু ১৯৮৮ সালে প্রাথমিক স্কুলে শিক্ষার্থী ছিল।

স্বাধীনতার ১৮ বছর পরেও বাংলাদেশে শিক্ষা বিস্তারের চিত্র অত্যন্ত করুণ। অথচ প্রাচীনকাল থেকেই বাংলাদেশে প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষার কোন না কোন প্রকার ব্যবস্থার অস্তিত্ব ছিল। পরবর্তীকালে পাঠশালা, টোল, মঠ, মক্তব, মাদ্রাসায় প্রাথমিক পর্যায়ের পঠন-পাঠনের প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম চালু হয়। বৃটিশ শাসনামলে ১৮৫৪ সালে উডস এডুকেশনাল ডেসপাচ রিপোর্টে শিক্ষা সম্পর্কে প্রথম সুপারিশ করা হয়। ১৮৭২ সাল পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য কিছু পরিমাণ স্থানীয় কর প্রচলিত ছিল। তবে স্থানীয় জনসাধারণের উদ্যোগেই অধিকাংশে প্রাথমিক স্কুলের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব স্থানীয় জেলা বোর্ড ও পৌরসভার উপর ন্যস্ত করা হয়।

প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার জন্য বর্তমান শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে গোপালকৃষ্ণ গোখলে আন্দোলন পরিচালনা করেন। বাধ্যতামূলক করার সে প্রচেষ্টা সফল না হলেও সরকার প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার ও মানোন্নয়নে গুণগত গুরুত্ব আরোপে বাধ্য হন। এরই ফলশ্রুতি বেঙ্গল রুর‍্যাল প্রাইমারী এডুকেশন এ্যাক্ট, ১৯৩০।

১৯২৯ সালে সরকার গঠিত হার্টন কমিশনের রিপোর্টে প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে বলা হয়, দু'দশকে প্রাথমিক স্কুল বা সাক্ষরতা সংখ্যা বিশেষ বাড়েনি। খুব সামান্য সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পাঠ শেষ করতে পারে। জনসাধারণের দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা, পিতা-মাতা ও অভিভাবকদের উদাসীনতা এবং অনীহা ইত্যাদি এর কারণ। অবশ্য, কমিশন প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার সমস্ত দায়িত্ব স্থানীয় সরকারের হাতে ন্যস্ত করার বিরোধিতা করে।

১৯৪৪ সালে সার্জেন্ট কমিশন ৩-৬ বছর বয়স পর্যন্ত প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা এবং ৬ থেকে ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত অবৈতনিক, সর্বজনীন ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার প্রস্তাব করে। ৬-১৪ বছর পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষাস্তরকে দু'ভাগে ভাগ করে ৬-১১ বছর পর্যন্ত নিম্ন প্রাথমিক ও ১১-১৪ পর্যন্ত উচ্চ প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের সুপারিশ এতে করা হয়। বলা হয়েছিল, সার্জেন্ট পরিকল্পনা ৪০ বছরে মধ্যে অর্থাৎ ১৯৮৪ সালের মধ্যে বাস্তবায়িত হবে।

পাকিস্তান আমলে, ১৯৪৭ সালের নভেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত পাকিস্তান জাতীয় শিক্ষা সম্মেলনে ৬-১১ বছর বয়স পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষাকে সর্বজনীন, অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করার প্রস্তাব নেয়া হয়। পাকিস্তানের প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনায় প্রাথমিক শিক্ষাকে সর্বজনীন করার উপর গুরুত্ব আরোপ এবং দ্বিতীয় পাঁচসালা (১৯৬৫-৭০) পরিকল্পনায় শিক্ষার্থী শিশু সংখ্যা ৪৫ শতাংশ থেকে ৭০ শতাংশে উন্নীত করার লক্ষ্যমাত্রাও ঘোষণা করা হয়।

পাকিস্তান আমলে বিভিন্ন পরিকল্পনা ও কমিশনের সুপারিশে প্রাথমিক শিক্ষাকে সর্বজনীন করার এবং এর গুণগত মানোন্নয়নের প্রতি দৃষ্টি দেয়ার প্রতিশ্রুতি থাকলেও বাস্তব ক্ষেত্রে চিত্র ভিন্নরূপ। প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যা ১৯৪৭-৪৮ সালে যেখানে ছিল ২৯,৬৩৩ টি, ১৯৭০ সালে তা এসে দাঁড়ায় ২৯,০২৯টিতে।

বর্তমান অবস্থা

বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর ১৯৭৪ সালে গঠিত কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন মন্তব্য করে, পাঁচ বছর মেয়াদী প্রাথমিক শিক্ষা দায়িত্বশীল নাগরিক ও উন্নত ব্যক্তিত্ব গঠনের জন্য যথোপযুক্ত নয়। পাঁচ বছর সময়ের মধ্যে প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও তত্ত্ব সম্পর্কে বালক-বালিকার মনে ধারণা ও বোধশক্তি জাগ্রত করা এবং অর্থকরী বিদ্যার প্রাথমিক বিষয়গুলো তাদের শিক্ষা দেবার মত সময় পাওয়া যায় না। ৮ বছরের কম মেয়াদী স্কুল শিক্ষায় এসব উদ্দেশ্য সফল করা সম্ভব হয় না। এ প্রসঙ্গে কমিশন সুপারিশ করেঃ

(১) প্রথম শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাকে প্রাথমিক শিক্ষারূপে পরিগণিত করে তাকে সর্বজনীন করতে হবে।

(২) বর্তমানে চালু পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা ১৯৮০ সালের মধ্যে বাধ্যতামূক এবং ১৯৮৩ সালের মধ্যে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রবর্তন করতে হবে।

(৩) এ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক যোগ্য শিক্ষক, পাঠ্যপুস্তক, শিক্ষার অন্যান্য উপকরণ ও শিক্ষাঙ্গনের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

কুদরত-ই-খুদা কমিশন প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনেরও সুপারিশ করে। কুদরই-ই-খুদা কমিশন অথবা বৃটিশ শাসনামলে গঠিত বিভিন্ন কমিশন ছাড়াও আকরাম খাঁ কমিশন, আতাউর রহমান খান কমিশন, হামুদুর রহমান কমিশন, নুর খান কমিশন এবং মজিদ খান কমিশনসমূহ বাধ্যতামূলক ও সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের ব্যাপারে একমত প্রকাশ করে। ১৯৫২ সালে আকরাম খাঁ কমিশন রিপোর্টে বলা হয়ঃ Primary education in this province should be universal, free and compulsory and should have the highest priority in the province's nation building programme. অবৈতনিক, বাধ্যতামূলক ও সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার প্রশ্নে সকল শিক্ষা কমিশনের মন্তব্য তাই মোটামুটি অনুরূপ।

কিন্তু রিপোর্টসমূহে উল্লেখিত মতামত এখনো পর্যন্ত [illegible] হয়নি।

সরকারী সূত্রের একটি তথ্যে দেখা যায়, ১৯৮৮ সালে ৬ থেকে ১০ বছর বয়সী শিশু সংখ্যা ১ কোটি ৫৯ লাখ ৭ হাজার। তার মধ্যে ১ কোটি ১২ লাখ ১০ হাজার শিশু শিক্ষার্থী। স্কুল গমন উপযোগী শিশু-এর ৭০:১৯ শতাংশ। ১৯৮৫ সালে পরিচালিত একটি আন্তর্জাতিক সংস্থার জরিপ থেকে জানা যায়-শিশু শিক্ষার্থীর হার বাংলাদেশ, বার্মা, নেপাল, ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা ও থাইল্যাণ্ডে যথাক্রমে ৬০, ১০২,৭৯, ৯২, ৪৭, ১০৩ ও ৯০ শতাংশ। এ ছাড়াও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে বাংলাদেশের সমস্যা রয়েছে তা হলো, প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করার আগে অত্যধিক হারে ঝরে পড়া। প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি হওয়ার পর তাদের মধ্যে কতজন শিশু প্রাথমিক স্তর বা পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পাঠ শেষ করতে পারলো এটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর প্রণীত 'প্রাথমিক শিক্ষার মূল্যায়ন প্রতিবেদন, ১৯৮৮-এর তথ্য অনুসারেঃ সারাদেশে সরকারী প্রাথমিক স্কুল ৩৭,৫৯২টি ও বেসরকারী ৭০৮৯ টি, মোট ৪৪৬৮১ টি। এছাড়া ১৪ হাজার এবতেদায়ী মাদ্রাসা ও আড়াই হাজার কিণ্ডারগার্টেন রয়েছে। সরকারী প্রাথমিক স্কুলে মোট শিক্ষক সংখ্যা ১ লাখ ৫৭ হাজার ৯ শত ৯৬ জন। প্রাথমিক স্কুলে মোট শিক্ষার্থী শিশুর সংখ্যা ১,১২,২০,৪৬২ যেখানে স্কুল গমন উপযোগী মোট শিশু সংখ্যা ছিল ১ কোটি ৫৫ লাখ।" (এ তথ্য ও অপর একটি সরকারী পরিসংখ্যানে সামান্য হেরফের পরিলক্ষিত হয়। পূর্ববর্তী হিসেব অনুসারে ছাত্র ভর্তির শতকরা হার ৪০.১৯ শতাংশ। আর শিক্ষা অধিদপ্তর প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী এ হার দাঁড়ায় ৭২ শতাংশে।)

আজ পর্যন্ত যে লাখ লাখ শিশু আদৌ স্কুলের মুখ দেখে না বা দেখার সুযোগ পায় না তা থেকে উত্তরণের উপায় কি? এই উত্তরণের উপায় অনুসন্ধানের আগে আরো একটি সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা প্রয়োজন। তা হল, যে বিপুল সংখ্যক ছাত্র আদৌ স্কুলের মুখ দেখতে পায় না তার সাথে ঝরে পড়া শিশুদের সংখ্যা মিলিয়ে দেখা। কেননা, পঞ্চম শ্রেণী পাস করার আগে ঝরে পড়া শিশুরা কার্যত স্কুলবঞ্চিত প্রথোমক্ত শিশুদের দলেরই অন্তর্ভুক্ত। তাই স্কুল বহির্ভূত শিশুদের প্রশ্নটির ন্যায় ঝরে পড়া শিশুদের প্রসঙ্গ সমগুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা উচিত।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের পরিসংখ্যান অনুসারে ১৯৮৮ সালে প্রাথমিক স্কুলগুলোতে মোট ছাত্র সংখ্যা ছিল ১,১২,২০,৪৬২। এর মধ্যে ১২,৪৪,৮০২ জন ছাত্র/ছাত্রী বিভিন্ন পর্যায়ে স্কুল ত্যাগ করে। প্রথম শ্রেণী থেকে ৯.৯৬ শতাংশ, দ্বিতীয় শ্রেণী থেকে ৯.৮৬ শতাংশ, তৃতীয় শ্রেণী থেকে ১২.৪২ শতাংশ, চতুর্থ শ্রেণী থেকে ১২.৪০ শতাংশ এবং পঞ্চম শ্রেণী থেকে ১২.৮২ শতাংশ স্কুল ত্যাগ করে। প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত স্কুল ত্যাগের এই হার গুরুত্বপূর্ণ। কেননা স্কুল গমন উপযোগী মোট শিশু সংখ্যার ৭০.১৯ শতাংশের স্কুলে ভর্তি হওয়া সম্ভব হলেও ঝরে পড়ার হার বেশী বলে প্রকৃত ছাত্র সংখ্যা ৬০ শতাংশের বেশী হবে না। ফলে প্রায় ৪০ শতাংশ শিশু স্কুলের বাইরে থাকছে। এই ত্যাগী বা ঝরে পড়া শিশুদের মধ্যে ছাত্রী হার অধিক। বিপুল সংখ্যায় ঝরে পড়ার কারণে প্রথম শ্রেণীতে যেখানে [illegible] সংখ্যা ৩৬ লাখ ৮৩ হাজার ৭০৮, সেখানে পঞ্চম শ্রেণীতে মাত্র ১২ লাখ ৬৬ হাজার ৮৪২ জন। প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি হওয়ার পর পঞ্চম শ্রেণীতে পৌছায় এক-তৃতীয়াংশেরও কম শিশু। অর্থাৎ বর্তামান শিক্ষা ব্যবস্থার বিপুল তোড়জোড় সত্ত্বেও ৭০ শতাংশের বেশী শিশু পঞ্চম শ্রেণী শেষ করার আগেই ঝরে পড়ে।

এভাবে বিপুল সংখ্যক শিশু শিক্ষার্থীর ঝরে পড়ার কারণগুলোর মধ্যে অন্যতম হলোঃ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে উপযুক্ত, সঠিক পরিবেশের অনুপস্থিতি, শিক্ষাদানের জন্য শিক্ষকদের মধ্যে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও মানসিকতার অভাব, শিশুদের স্কুলে চাহিদা মোতাবেক পাঠ্যক্রম ও শিক্ষা প্রণালীর অনুপস্থিতি। পিতা-মাতা বা অভিভাবকদের দারিদ্র্য ও নিরক্ষরতা শিশুদের স্কুলে না পাঠানোর অন্যতম প্রধান কারণ কেননা, অর্থনৈতিকভাবে অভাবগ্রস্ত পরিবারের অভিভাবকরা শিশুদের স্কুলে না পাঠিয়ে পারিবারিক অথবা কিছু উপার্জন উপযোগী কাজে নিয়োগ করেন। নিরক্ষর অভিভাবক শিশুদের স্কুলে পাঠানোর গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারেন না।

এছাড়া, বিশেষ করে গ্রামে, অসুস্থ ও দুর্বল শিশুর পক্ষে দিনের পর দিন স্কুলে যাওয়া সম্ভব হয় না। স্কুলের গুরুত্ব ও যাতায়াত ব্যবস্থা ঝরে পড়ার আরেকটি কারণ। কেননা, বর্ষা মওসুমে বা অন্য কোন কারণে দীর্ঘদিন অনুপস্থিত থাকার পর শিশুর উৎসাহে ভাটা পড়ে।

দেখা গেছে, প্রাথমিক স্কুল ত্যাগী শিশুদের মধ্যে ছাত্রী সংখ্যা বেশী। পারিবারিক কাজে অংশগ্রহণ, গরীব অভিভাবকের পক্ষে পোশাক দেওয়ার সমস্যা, নারী শিক্ষা সম্পর্কে আগ্রহের অভাব ও বাল্য বিবাহ এর অন্যতম কারণ। অপর একটি কারণ হলোঃ প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার অভাব। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা বা শিশু শ্রেণীর পাঠ ছাড়া প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি হওয়ার পর অনেক শিশু গুরুতরভাবে অসহায় বোধ করে। ক্লাসে তাকে টেনে তোলার চেষ্টা করা হয় না। আবার বাড়িতে পিতা-মাতা বা অভিভাবক লেখাপড়া জানে না বলে তাকে কোন সাহায্য করতে পারে না। এমন অসহায় অবস্থায় গরীব ও নিরক্ষর পরিবারের শিশুরা স্কুল ত্যাগে বাধ্য হয়।

অতএব, প্রাথমিক শিক্ষা সর্বজনীন ও সফল করার লক্ষ্যে প্রধান বিবেচ্য হওয়া উচিত সকল শিশুকে স্কুলে নিয়ে আসা এবং তাদের ধরে রাখা নিশ্চিত করা। পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা দায়িত্বশীল নাগরিক ও উন্নত ব্যক্তিত্ব গঠনের জন্য মোটেই যথেষ্ট নয় বলে প্রায় সকল শিক্ষা কমিশন অভিন্ন মত পোষণ করে। তাই, অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত স্তরকে প্রাথমিক শিক্ষা হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। প্রাথমিক শিক্ষা সর্বজনীন ও সফল করার পথে প্রধান বাধা হলোঃ সরকারের রাজনৈতিক সদিচ্ছা ও আন্তরিক প্রচেষ্টার অভাব। প্রয়োজনের তুলনায় শিক্ষাখাতে কম বরাদ্দ ও শিক্ষক সংখ্যার স্বল্পতা, শিশুদের পিতা-মাতা তথা অভিভাবকদের দারিদ্র্য ও নিরক্ষরতা এবং সচেতনতার অভাব, শিশুদের আকর্ষণ করার উপযোগী পাঠ্যক্রমের অনুপস্থিতি এবং শিক্ষকদের শিশু-শিক্ষাদানের উপযোগী মানসিকতার অভাব ও অপ্রতুল প্রশিক্ষণ।

বিভিন্ন সমীক্ষা থেকে দেখা যায়, সকল স্কুলে সুযোগ সমান নয়। সকল এলাকায় যাতায়াত ব্যবস্থাও উন্নত নয়। অসচ্ছল পরিবার অপেক্ষা সচ্ছল পরিবারের বেশী শিশু স্কুলে ভর্তি [illegible] ত্যাগী ছেলেমেয়েদের মধ্যে গরীব পরিবারের শিশুর সংখ্যাই বেশী।

[illegible] রাজনৈতিক সদিচ্ছা ও [illegible] বাস্তবায়নে [illegible]

(অসমাপ্ত)